দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 11 JUL 2005
পৃষ্ঠা 9 কলাম 2

# এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফল

দেশের পাবলিক পরীক্ষায় নকল প্রবণতা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। প্রাথমিক অবস্থায় যে ফল বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল, সেই গ্লানিকর পরিস্থিতিও কেটে যাচ্ছে। এবার এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষায় গড় পাসের হার দাঁড়িয়েছে ৫৪.১০ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৭,২৭৬ জন। লক্ষণীয় বিষয় হলো- পরীক্ষার্থী পাসের হার বেড়েছে, সর্বোচ্চ গ্রেডপ্রাপ্তদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, শতভাগ ফেল করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমেছে এবং বেড়েছে শতভাগ পাস করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও। সরকার নকল বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের পর ভয়াবহ ফল বিপর্যয় অর্থাৎ ব্যাপক হারে পরীক্ষার্থী ফেলের দরুন সমাজে যে হতাশা নেমে এসেছিল, গত দু'বছরে পাসের হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই হতাশা কেটে যাচ্ছে এবং নতুন আশার আলো শিক্ষাদিগন্তকে আলোকিত করতে শুরু করেছে। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপে মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। পরীক্ষায় যুগ যুগ ধরে জেঁকে বসা অসদুপায় বা নকল প্রবণতা প্রায় তিরোহিতই হয়ে গেছে বলা যায়। পরীক্ষা গ্রহণে কঠোর নীতি-নৈতিকতা প্রয়োগের মাধ্যমে সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষার এ উদ্যোগ বহাল থাকলে অচিরেই সম্পূর্ণ মুক্ত পরিবেশে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠান একটি স্বাভাবিক রুটিনে পরিণত হবে- এটা আশা করা যায়। আর তাতে করে প্রতিটি পরীক্ষার্থীর যোগ্যতা ও মেধার পূর্ণ নিরপেক্ষ মূল্যায়ন সম্ভব হবে। এছাড়া, দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়াশোনার মানেরও আকাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটবে।

এ বছর দেশে নয়টি বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষায় ৯ লাখ ৪৪ হাজার ১৫ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে ৫ লাখ ১০ হাজার ৭শ' ২ জন কৃতকার্য হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০২ সালে নকলমুক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠান কর্মসূচী গ্রহণের কারণে পরের বছর অর্থাৎ ২০০৩ সালে পাসের হার প্রায় ৪২ শতাংশ থেকে নেমে আসে ৩৭ দশমিক ৬০ ভাগে। নকলমুক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকে এবং ২০০৪ সালে পাসের হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫০ দশমিক ৯৬ ভাগে। এবার এ সংখ্যা আরো বেড়ে ৫৪ দশমিক ১০ ভাগে উন্নীত হয়েছে। বোর্ডওয়ারী পাসের হারে দেখা যায়- যশোর ৬৯.১৯, চট্টগ্রাম ৬০.৯২, কুমিল্লা ৫৫.৮৯, ঢাকা ৫২.৮৫, সিলেট ৪৮.৪৭, বরিশাল ৪৩.৪১ এবং রাজশাহী ৪৩.১৩। অন্যদিকে, মাদ্রাসা বোর্ডে পাসের হার ৬২.০৫ ভাগ এবং কারিগরি বোর্ডে ৫১.৪৪ ভাগ। গ্রেডিং পদ্ধতিতে ৪র্থ বারের মত অনুষ্ঠিত গতবারে এসএসসি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ গ্রেড পয়েন্ট জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৮ হাজার ৫৯৭ জন আর এবার পেয়েছে ১৫ হাজার ৬৩১ জন। পর্যবেক্ষকদের মতে, এতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পরীক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ, অধ্যবসায় এবং পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করার প্রয়াস-প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একশ্রেণীর পরীক্ষার্থীর মধ্যে নকল বা অসদুপায় অবলম্বনের যে প্রবণতা তৈরী হয়েছিল, তা এই তিন বছরেই অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে বলেই পরীক্ষায় পাসের হার বাড়ছে, ফলাফল আশাব্যঞ্জক হয়ে ওঠছে। এই শ্রেণীর পরীক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছে, পরীক্ষায় অসদুপায় বা নকল করার আর কোন অবকাশ নেই এবং জোড়াতালি দিয়ে পড়াশোনার সুযোগও দ্রুত অপসৃত হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া, পড়াশোনা করানোর ব্যাপারে শিক্ষকদের যত্ন এবং দায়িশীলতাও আগের চেয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, গত বছর শূন্য পাস হার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল যেখানে ৫৬৭টি, সেখানে এবার এ সংখ্যা নেমে এসেছে ৪০৯-এ। এবার ভাল ফলের পেছনে কমবেশী এই বিষয়গুলোর সংশ্লিষ্টতা দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে উৎকর্ষের ব্যাপারে নিঃসন্দেহে আশা সঞ্চারিত করতে পারে।

নকলমুক্ত ও সুষ্ঠু পরিবেশে সকল পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা এখন এই ব্যবস্থার স্থায়ী ভিত্তি প্রদানকে জাতীয় আকাঙ্ক্ষায় পরিণত করেছে। দেশবাসী চান যে কোনভাবে নকলমুক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠানকে অনাগতকালের জন্য স্থায়ী করা হোক। আর এজন্য শুধুমাত্র পরীক্ষায় নকলমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করলেই হবে না, সেই সাথে দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের যেমন সর্বোচ্চ পর্যায়ের দায়িত্বশীল করে তুলতে হবে, তেমনি শিক্ষার্থীদেরও শিক্ষা গ্রহণে সমভাবে আগ্রহশীল করে তুলতে হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আজ কমপক্ষে তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আঙুলেগোনা কিছু ভাল স্কুল-কলেজ, মাঝারি মানের স্কুল-কলেজ এবং নিম্নমানের স্কুল-কলেজ- এই তিন প্রকারের শিক্ষাঙ্গনের মধ্যকার পার্থক্য বিশাল। বলার অপেক্ষা রাখে না, কোন দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে এ ধরনের মান-পার্থক্য সে দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক। যে কোন মূল্যে হোক, এ প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। দেশের সকল স্কুল-কলেজে একই মানের শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে দায়িত্বশীল এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিরবচ্ছিন্নভাবে পড়াশোনায় মনোযোগী করে তুলতে পারলে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠবে। আর পরীক্ষাসহ শিক্ষাক্ষেত্রে কোন পর্যায়েই অসদুপায় অবলম্বনের কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে না। পরিশেষে আমরা বলবো, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমন যুগোপযোগী করে বিন্যস্ত করতে হবে- যাতে যোগ্য, দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে জাতীয় উন্নয়ন-অগ্রগতি নিশ্চিত করা সহজ ও সম্ভব হয়ে ওঠে।